

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জনশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”



বাংলাদেশ

গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ৩১, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৫ মার্চ, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৮১-আইন/২০২১।—বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৬৮ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ কার্য প্রণালী বিধিমালা, ১৯৮৯ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ১ এ উল্লিখিত “স্থানীয় সরকার” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(২) বিধি ২ এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত “স্থানীয় সরকার” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“(কক) “আঞ্চলিক পরিষদ” অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের ১২ নং আইন) অনুযায়ী স্থাপিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ;”;

(গ) দফা (খ) এ উল্লিখিত “স্থানীয় সরকার” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) দফা (গ) এ উল্লিখিত “স্থানীয় সরকার” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(৭১৪৫)

মূল্য : টাকা ৪.০০

(৩) বিধি ৪ এর—

(ক) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(চ) আইনের প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পরিষদের কার্যাবলি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং উন্নয়নমূলক সকল প্রস্তাব ও প্রকল্পসমূহ;”;

(খ) দফা (জ) এর প্রান্তস্থিত “এবং” শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (ঝ) এর প্রান্তস্থিত “দাঁড়ি (।)” এর পরিবর্তে “সেমিকোলন (;)” প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফাসমূহ সংযোজিত হইবে, যথা :—

“(এঃ) পরিষদের ব্যয়ের অডিট;

(ট) বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং উহার কার্যপরিধি নির্ধারণ;

(ঠ) আইনের ধারা ২৭ অনুযায়ী গঠিত পরিষদের কমিটির সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ পর্যালোচনা ও অনুমোদন;

(ড) পরিষদের তহবিল বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব;

(ঢ) বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের পুনরীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(ণ) পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পুনরীক্ষণ;

(ত) সরকার বা কোনো সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য সকল উন্নয়ন প্রকল্প;

(থ) পরিষদের পাঁচশালা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্ল্যান বুক প্রস্তুত এবং উহার হালনাগাদকরণ;

(দ) পরিষদ বা পার্বত্য জেলা সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, প্রবিধান, আদেশ ও নীতি ইত্যাদি;

(ধ) পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ বিষয়ে, প্রয়োজনবোধে, আঞ্চলিক পরিষদের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ; এবং

(ন) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত সকল বা যে কোনো বিষয়।”;

(৪) বিধি ৬ এর—

(ক) উপ-বিধি (২) এর—

(অ) দফা (ঠ) এর প্রান্তস্থিত “এবং” শব্দটি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(আ) দফা (ড) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ড), (ঢ) ও (ণ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(ড) পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঢ) পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান, প্রত্যাহার, বদলি এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ; এবং

(ণ) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, পরিষদের সম্মতিক্রমে, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।”;

(৫) বিধি ৭ এর পর নিম্নরূপ বিধি ৭ক সংযোজিত হইবে, যথা :—

“৭ক। পরিষদের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়সাধন এবং সম্পাদন।—পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ উহার আওতাধীন এবং উহার উপর অর্পিত বিষয়াদি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের ১২ নং আইন) এর ধারা ২২ এর দফা (ক) এর বিধান অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়সাধন করিতে পারিবে এবং পরিষদের কার্যাদি বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।”;

(৬) বিধি ১৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ১৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“১৩। পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কার্যবিবরণী ও আদেশের অনুলিপি প্রেরণ।—পরিষদ কর্তৃক সভার কার্যবিবরণী ও আদেশ গৃহীত হইবার চৌদ্দ দিনের মধ্যে উহার অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে জারীকৃত বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ আদেশ যথাসময়ে আঞ্চলিক পরিষদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।”।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাম্মৎ হামিদা বেগম

সচিব।